

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম)

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ৬০ এর দশকে বার্ড (BARD), কুমিল্লা গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচকার্য প্রবর্তনের প্রায়োগিক গবেষণা হাতে নেয় এবং গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে থানা সেচ কর্মসূচী প্রবর্তন করে। ৭০-এর দশকে বিএডিসি-এর মাধ্যমে সরকার সারাদেশে প্রায় ৩৫ হাজার গভীর নলকূপ সেচ কাজের জন্য স্থাপন করে। কিন্তু এই সকল গভীর নলকূপ থেকে সংশ্লিষ্ট সেচ এলাকায় সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থাপনার অভাবে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না, ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির অপচয়সহ বিদ্যুতেরও অপচয় হচ্ছিল ও কৃষি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য মোতাবেক ফলন পাওয়া যাচ্ছিল না।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তার জন্মলগ্ন থেকেই পানি ব্যবস্থাপনার উপর প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। প্রথম দিকে সেচ ব্যবস্থাপনার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শুধু সেচ নয়, গৃহস্থালী কাজ, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য এবং দুগ্ধ খামারসহ শিল্প কারখানায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উপর প্রায়োগিক গবেষণা করছে। বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণে গ্রামীণ



জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তার সমাধান কল্পেও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। এই সকল প্রায়োগিক গবেষণা আমাদেরকে পানি সমস্যার বহুমুখী সমাধানের সন্ধান দিয়েছে। ইতোমধ্যে আমাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি চাহিদা বিভিন্ন ওয়াকেবহাল সরকারী/বেসরকারী সংস্থার কাছে ক্রমে বেড়েই চলেছে।

একাডেমী উদ্ভাবিত ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা মডেল

বাংলাদেশে আশির দশকের পূর্বে স্থাপিত প্রতি ঘন্টায় ২ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলনক্ষম একটি গভীর নলকূপ থেকে মাত্র ৪০ একর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হতো। গভীর নলকূপের সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাডেমী ১৯৮০-১৯৮৩ সময়কালে FAO/UNDP অর্থায়নে “Tubewell Command Area Development (TCAD)” শীর্ষক একটি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত প্রায়োগিক গবেষণার ফসল হিসেবে “Buried Pipe System of Irrigation (ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা)” Concept এদেশে প্রতিষ্ঠা পায়। আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত এইরূপ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন করার ফলে পূর্বে কথিত সমক্ষমতা সম্পন্ন একটি গভীর নলকূপ থেকে ১৬৬ একর বোরো ধানের জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। গভীর নলকূপ সেচ এলাকার এইরূপ বৃদ্ধির ফলে একর প্রতি বিদ্যুৎ/জ্বালানী খরচ (৭৫%) কমানো সম্ভব হচ্ছে। উপরন্তু পানির অপচয় ৬০% থেকে ৫%-এ আনা সম্ভব হয়েছে এবং ভূ-উপরিস্থ সেচনালা পরিবর্তে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপনের ফলে ১৬৬ একর সেচ এলাকায় ৩ একর জমির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। সেচনালা নির্মাণে ভূমি মালিকদের মধ্যে সম্ভাব্য সামাজিক দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হয়েছে। আরডিএ-এর অভিজ্ঞতার আলোকে এই ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উত্তর-পূর্ব ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প (কৃষি মন্ত্রণালয়), গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন (গ্রামীণ ব্যাংক) দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফলভাবে ব্যবহার করছে।

প্রশিক্ষণ মডিউল উন্নয়ন

পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও কৃষি যন্ত্রপাতির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেচ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর আওতায় সেচ সংক্রান্ত বিভিন্ন বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী যেমন- সেচ ব্যবস্থাপনা অবহিতকরণ, খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা, পাম্প অপারেটর ও সেচযন্ত্র মেকানিক্স প্রশিক্ষণ কোর্সের “প্রশিক্ষণ মডিউল” তৈরী করা হয়েছে। ডিএই (DAE), বিআরডিবি (BRDB), এলজিইডি (LGED) এবং বিএডিসি (BADC)’র সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে উক্ত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং অদ্যাবধি তা চালু রয়েছে।

গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ ও গ্রামে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ মডেল উদ্ভাবন

গভীর নলকূপকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে Dual Uses of DTW” শীর্ষক একটি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এই লক্ষ্যে ১৯৮৬ সনে এফএও (FAO)/ইউএনডিপি (UNDP)’র অর্থায়নে বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন শশীবদনী গ্রামে ইতোমধ্যে স্থাপিত গভীর নলকূপ থেকে সেচ ও খাবার পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে উক্ত গ্রামে মোট ১৪০ একর জমিতে সেচের পাশাপাশি গ্রামের প্রায় আড়াই হাজার লোককে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে এই মডেলটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। মডেলটি সিরডাপভুক্ত ১১টি দেশে এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রকল্পভুক্ত বেশ কিছু এলাকায় বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে এলজিইডি এবং ব্র্যাক এর বিভিন্ন প্রকল্প এলাকায় এই মডেল স্থাপিত হচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের এই মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং আরডিএ কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

একাডেমী উদ্ভাবিত স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ এবং এর বহুমুখী ব্যবহার মডেল উন্নয়ন

বর্তমানে প্রচলিত প্রযুক্তিতে ঘন্টায় ২ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন নলকূপ স্থাপন করতে গভীরতা অনুযায়ী ব্যয় হয় ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। গভীর নলকূপ স্থাপনার ব্যয় কমানো সম্ভব না হলে গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য গভীর নলকূপ কোন সুফল বয়ে আনতে পারবে না। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গভীর নলকূপ বসানোর খরচ কমানোর জন্য একাডেমী বর্তমানে নিজস্ব প্রযুক্তি এবং দেশীয় মালামাল ব্যবহার করে গভীরতা ও পানি উত্তোলন ক্ষমতা অনুযায়ী ০.৬০ লক্ষ থেকে ৫.২৫ লক্ষ টাকায় একটি গভীর নলকূপ বসাতে সক্ষম হয়েছে। “স্বল্প ব্যয়ে গভীর নলকূপ স্থাপন এবং তার বহুমুখী ব্যবহার” এই মডেলটিকে ক্রমাগত জনপ্রিয় করে তুলছে। স্বল্প ব্যয়, বহুমুখী ব্যবহার এবং সেই সাথে পানির অপচয় কমানোর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করে ব্যক্তিমালিকানায় গভীর নলকূপ স্থাপনের চাহিদাও উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মডেলটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ৪৯৬.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০৪ মেয়াদে “বন্যা পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনকল্পে স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপের বহুমুখী ব্যবহার প্রায়োগিক গবেষণা” শীর্ষক একটি প্রকল্প আরডিএ বাস্তবায়ন করছে।

আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ মডেল উন্নয়ন

বাংলাদেশে অগভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভ থেকে উত্তোলিত খাবার পানিতে আর্সেনিক একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৬২ মিলিয়ন (Water Aid-2000, World Bank) লোক কম/বেশী আর্সেনিক সমস্যায় আক্রান্ত। এই ভয়াবহ সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর গবেষকবৃন্দ ১৯৯৮ সন থেকে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের উপর বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য দুইটি পন্থা উদ্ভাবন করেছে (১) ভূ-গর্ভস্থ পানি পরীক্ষাকরণের মাধ্যমে আর্সেনিকমুক্ত স্তর প্রাপ্তিসাপেক্ষে গভীর নলকূপ স্থাপন করে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। (২) যে এলাকায় মাটির নীচে কোন আর্সেনিকমুক্ত লেয়ার পাওয়া যায় না সেই সকল এলাকার জন্য স্বল্প ব্যয়ে আর্সেনিকমুক্ত করার জন্য ২.৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতি ঘন্টায় ৫০০ থেকে ৩০০০০ লিটার পানি শোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ফিল্ট্রেশন প্লান্ট স্থাপন করা।

প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে একাডেমী প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যেই যমুনা বহুমুখী সেতু এলাকা সহ দেশের বিভিন্ন এগ্রোইকোলজিক্যাল জোনে প্রায় ৪০টি এলাকায় এই ধরনের ছোট/বড় বিভিন্ন গভীর নলকূপের মাধ্যমে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রায়োগিক গবেষণা স্থাপন করেছে। উক্ত ইউনিটগুলো থেকে প্রাপ্ত পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বাংলাদেশ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসম্মত গ্রহণযোগ্য মাত্রার নীচে। এই মডেলটির সাফল্য বিবেচনা করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ব্র্যাক এবং প্রশিকা তাদের প্রকল্প এলাকায় আরডিএ’র সহায়তায় স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপসহ ফিল্ট্রেশন প্লান্ট স্থাপন করেছে এবং এর চাহিদা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শেষোক্ত মডেলটির সম্প্রসারণ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ৯৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০১ - জুন ২০০৬ মেয়াদে “আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ” শীর্ষক একটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প আরডিএ বাস্তবায়ন করেছে। এ সকল উল্লেখযোগ্য মডেল উদ্ভাবনের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়াকে স্বাধীনতা পদক -২০০৪ এ ভূষিত করে।

দেশের আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সেচ ও পানি সম্পদ উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। পানি সম্পদের অপচয় রোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ক্রমান্বয়ে সরে এসে নিজস্ব অর্থ, প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন করতে হলে বাস্তবায়নশীল প্রকল্পগুলিকে প্রোগ্রামেটিক এ্যাপোচে নিতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা। তাছাড়া প্রকল্প কর্মকান্ড চলমান রাখা সম্ভব নয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে উন্নয়ন কর্মকান্ড মুখ খুবরে পরে। পানি সম্পদের উপর সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানই রাজধানী বা বিভাগীয় শহর কেন্দ্রীক হওয়ায় রাজধানীর বাহিরে এ সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান পল্লী উন্নয়নে আশানুরূপ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। এসকল বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে আরডিএ, বগুড়া রাজধানীর বাহিরে পানি সম্পদ উন্নয়নে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া’র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। যার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া’র সেচ ও পানি সম্পদের অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার সম্ভব হবে।



পরবর্তীতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া’র পরিচালনা পর্ষদ (বিওজি) উল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে আরডিএ’র ৩১তম বোর্ড সভায় একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম) প্রতিষ্ঠার অনুমোদন পায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সিআইডব্লিউএম-এর কার্যকারীতা ও অর্জিত সাফল্য বিবেচনায় একাডেমীর ৪০তম (২০১১ সাল) এবং ৪১তম (২০১২ সাল) বিওজি সভায় সিআইডব্লিউএম এর আদলে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আরো ৬টি নতুন সেন্টার যেমন: (১) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার (SBC); (২) ক্যাটেল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CRDC); (৩) রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (RERC); (৪) চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (CDRC); (৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CCD); এবং (৬) পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টার (PPRC) সেন্টার একাডেমীতে প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান করে।

উদ্দেশ্য

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট একাডেমী উদ্ভাবিত মডেলসমূহ দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করাই সিআইডব্লিউএম এর মূল উদ্দেশ্য। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ-

- একাডেমী পরিচালিত বিগত সময়ে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম চলমান রাখা;
- উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহর এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণ;
- দেশে এবং দেশের বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন;
- দেশে এবং বিদেশে পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ, খাবার পানি, উদ্যান-নার্সারী উন্নয়ন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে পানি সরবরাহকরণ এবং এসব বিষয় সংশ্লিষ্ট আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা;
- আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে 'আরডিএ ক্রেডিট' সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- দেশে এবং বিদেশে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সফলতা ও ব্যর্থতা বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা পরিচালনা;
- দেশে এবং বিদেশে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরামর্শ সেবা প্রদান এবং এর মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ;
- সরকারী বাজেটের উপর আরডিএ'র নির্ভরশীলতা পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ;

- পানি সম্পদ উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- পরিবেশ বান্ধব সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- সরকারী/বেসরকারী সংস্থার অর্থে পরিচালিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং
- ‘আরডিএ ফ্রেডিট’ শিরোনামে ব্যতিক্রমধর্মী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

মূল কার্যক্রম

গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং উদ্ভাবিত মডেল সম্প্রসারণ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া প্রায় চার দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছে। এ সকল পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ ও বিস্তার ঘটানো। এছাড়াও উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মডেল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কনসালটেন্সি বা ডিপোজিট ওয়ার্কের বাস্তবায়ন করা।

আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক সমাপ্তকৃত সকল প্রকল্পের (এসএফডিপি, সিডিডিপি, সেপা, এমডিআরডি) সমন্বিত ঋণ কার্যক্রম ধারণার উপর ভিত্তি করে “আরডিএ ফ্রেডিট” নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সমাপ্তকৃত এডিপি প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল ও সার্ভিস চার্জ এর অর্থ আরডিএ ফ্রেডিট কার্যক্রমে মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয়ভারসহ গৃহস্থালী ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত পানির মূল্য পরিশোধে সক্ষম করে তোলাই আরডিএ ফ্রেডিট কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশুদ্ধ পানি ভোগ্যপণ্যের পরিবর্তে একটি উৎপাদনমুখী উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে আর,ডি,এ মডেল সম্প্রসারণ করা

আরডিএ উদ্ভাবিত স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টসহ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মকান্ড বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- বঙ্গবন্ধু সেতু, বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন এনজিও (ব্র্যাক, প্রশিকা) ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে সম্প্রসারণ করা।